ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ

আসিফ আদনান

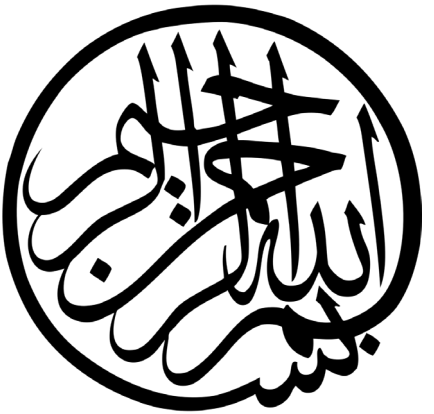
بسم الله الرحمن الرحيم

لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ
الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন; এবং সে (শাইতান) বলেছিল, 'আমি অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করবো। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, মিথ্যা আশ্বাস দেবো এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব *আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে।*'

যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

[তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৮-১১৯]

লেখাগুলো প্রকাশিতব্য (ইন শা আল্লাহ) বই **অবক্ষয়কাল** থেকে নেয়া। অবক্ষয়কাল -এর আলোচনার বিষয়বস্তু:

> সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং অন্যান্য যৌনবিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের কাজ করে যাওয়া আধুনিক এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাস, আদর্শিক বংশগতি, সভ্যতাগত তাৎপর্য এবং ইসলামের আলোকে এর মূল্যায়ন।

জনসচেতনতা এবং দাওয়াহর উদ্দেশ্য এই লেখা ব্যবহার করা যাবে।

আসিফ আদনান
৮ রবিউসসানী, ১৪৪৫

সূচীপত্র

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ কী? ৬

বাংলাদেশের উদাহরণ ১২

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ আসলে ঠিক কী দাবি করে? ১৫

কিছু প্রশ্ন ও সংশয় ২১

ট্র্যান্সজেন্ডার মানে কি হিজড়া? ২১

লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির মাধ্যমে কী ধরনের 'রূপান্তর' হয়? ২৩

কেন কিছু মানুষ নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে? ২৫

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এতো প্রভাবশালী হয়ে উঠলো কী করে? ২৭

বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ ৩০

আইনী বৈধতা ৩০

পাঠ্যপুস্তক ৩২

মিডিয়া ৩৪

এনজিও ও অ্যাক্টিভিস্ট ৩৫

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মেনে নিলে সমস্যা কী? ৩৮

মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার লঙ্ঘন ৩৮

সামাজিক ও আইনী সমস্যা ৩৮

অসুস্থতা ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ ৩৯

পরিবার ও সমাজের অনিবার্য পতন ৪১

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ৪২

মানুষ নারী এবং পুরুষ ৪৩

তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই ৪৪

বিপরীত লিঙ্গের মতো আচরণ ৪৫

শয়তানের অনুসরণ ৪৬

সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ ৪৭

যাদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা আছে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত? ৪৮

পরিশিষ্ট ৫০

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ কী?

অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে পশ্চিমা বিশ্বের উপর রাজত্ব কায়েম করেছে অদ্ভুত এক মতবাদ। এ মতবাদের নাম 'ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ' (Transgenderism) বা রূপান্তরকামীতা। অনেকে একে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা লিঙ্গ পরিচয় মতবাদও বলে থাকেন।

এই মতবাদ বলে, কোন পুরুষের যদি 'নিজেকে নারী বলে মনে হয়', তাহলে সে একজন নারী। সমাজ ও আইন নারী হিসেবেই তাকে বিবেচনা করবে। সেই পুরুষ শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হোক, তিন বাচ্চার বাপ হোক, কিছু আসে যায় না তাতে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে, কোন নারীর নিজেকে যদি পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। যদিও তার মাসিক হয়, সে গর্ভবতী হয়, শারীরিকভাবে সে হয় ১০০% সুস্থ। নিজেকে পুরুষ মনে করা নারী যদি সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে সেটা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ভ্রান্তির প্রমাণ না। বরং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের চোখে এটাই প্রমাণ করে যে, 'পুরুষও সন্তান জন্ম দিতে পারে'!

এই মতবাদ অনুযায়ী কোনো বালকের যদি 'মনে হয়' সে বালিকা অথবা কোনো বালিকার যদি মনে হয় সে বালক, তাহলে এই 'মনে হওয়া'র ভিত্তিতে সেই বালক কিংবা বালিকাকে চাহিবামাত্র হরমোন ট্রিটমেন্ট আর বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে কাটাকুটি করে নিজের শরীরকে বদলে ফেলার 'অধিকার' দিতে হবে। তার এই 'মনে হওয়া'র চিকিৎসা করা যাবে না, বরং বদলে দিতে হবে শরীরকে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রধান দাবি-

> জন্মগত দেহ যা-ই হোক না কেন, নিজেকে যে নারী দাবি করবে তাকে নারী বলে মেনে নিতে হবে, নিজেকে যে পুরুষ দাবি করবে তাকে মেনে নিতে হবে পুরুষ বলে, আইনী ও সামাজিকভাবে। মানুষ ইচ্ছেমতো পোশাক পরবে, ইচ্ছেমতো ওষুধ আর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বদলে নেবে নিজের দেহকে। আর কেউ যদি অস্ত্রোপচার না করেই নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, তাও মেনে নিতে হবে মুখ বুজে। রাষ্ট্র ও সমাজ কোনো বাধা দিতে পারবে না, বরং 'সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে এ ধরনের মানুষকে দিতে হবে বিশেষ সুবিধা। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদম ছোটবেলা থেকে সবাইকে শেখাতে হবে যে, মানুষের মনটাই গুরুত্বপূর্ণ; দেহ না।

এই মতবাদ আজ শেখানো হচ্ছে পশ্চিমের স্কুলগুলোতে। প্রবল আগ্রহে এই মতবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো। মধ্যপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী, সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই মতবাদ প্রচার করে চলছে উগ্রভাবে। অ্যামেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানের এক্সিকিউটিভ নির্দেশ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পলিসিও ঠিক হচ্ছে নতুন এই মতবাদের আলোকে। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে আইন তৈরি হচ্ছে এবং এই মতবাদ শেখানো হচ্ছে শিশুদের ক্লাসরুমে। এই বিচিত্র আদর্শকে উপস্থাপন করা হচ্ছে নাগরিক ও মানবাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে। মানবাধিকারের নামে সারা বিশ্বজুড়ে এই মতবাদ ফেরি করে বেড়াচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব এবং জাতিসংঘ। বিলিয়ে বেড়াচ্ছে বিপুল অর্থ। ফলে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে পাকিস্তানের আদালতের রায়েও ঢুকে পড়েছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বক্তব্য এতোটাই বিচিত্র, এতোটাই বিদঘুটে যে প্রথম শোনার পর কেউ বিশ্বাসই করতে পারে না আদৌ এমন কোনো মতবাদ থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন হয়তো কোনো কারণে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

> হয়তো এটা তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন।
>
> হয়তো এটা মানবিক বিবেচনা আর অধিকারের বিষয়।
>
> হয়তো লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া, নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেওয়া মানুষের শারীরিক কোনো সমস্যা আছে।

না, বাস্তবতা হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সত্যিকার অর্থেই এতোটা বিদঘুটে, বিচিত্র, বিকৃত। লম্বা চওড়া তাত্ত্বিক আলোচনার বদলে কিছু বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি, পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

রিচার্ড লাভিন: রিচার্ড লাভিন। জন্ম ১৯৫৭ সালে, ধনী ইহুদী পরিবারে। পড়াশোনা করেছে ম্যাসাচুসেটসের এক অভিজাত বয়েজ স্কুলে। তারপর হার্ভার্ড আর টুলেইন ইউনিভার্সিটিতে থেকে নিয়েছে উচ্চতর ডিগ্রি। ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা রিচার্ড এখন অ্যামেরিকার পেন স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু রোগ ও মানসিক রোগের প্রফেসর। ১৯৮৮ সালে বিয়ে করা রিচার্ডের আছে দুই সন্তান।

কিন্তু ২০১১ সালে দুই বাচ্চার বাপ, ৫৪ বছর বয়সী রিচার্ড ঘোষণা করে, সে আসলে একজন নারী। নতুন নাম নেয় র‍্যাইচেল। ২০২১ সালে রিচার্ড, না সরি, 'র‍্যাইচেল', অ্যামেরিকার অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি অফ হেলথ মনোনীত হয়। সরকারী সব ঘোষণায় বলা হয় লাভিন অ্যামেরিকার জনস্বাস্থ্য বাহিনীতে কাজ করা প্রথম ফোর-স্টার 'নারী অফিসার'।

আগে: রিচার্ড লাভিন

পরে: র‍্যাইচেল লাভিন

জেইমস প্রিটযকার: অ্যামেরিকার সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর একটা হলো প্রিটযকার পরিবার। বিখ্যাত হায়াত হোটেল, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি বানানো ও সাপ্লাই, অস্ত্র বানানোসহ বিভিন্ন ব্যবসার মালিক তারা। মোট কতো টাকা আছে নিজেরাও ঠিকঠাক জানে কি না সন্দেহ। এই বিলিয়নেয়ার ইহুদী পরিবারের সন্তান জেইমস প্রিটযকার মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেয় ২০০১ সালে। দুইবার বিয়ে করা জেইমস প্রিটযকার এক

মেয়ে আর দুই ছেলের বাবা।

২০১৩ সালে ৬৩ বছর বয়সে ভদ্রলোক নিজেকে নারী ঘোষণা করে এবং আইনীভাবে নিজের নাম পরিবর্তন করে। তার নতুন নাম জেনিফার। 'জেনিফার' প্রিটযকারকে প্রথম ট্র্যান্সজেন্ডার বিলিয়নেয়ার বলা হয়। জেনিফার প্রিটযকার এবং তার পরিবার ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অর্থায়নের পেছনে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়দের অন্যতম। এই অ্যাজেন্ডার প্রসারের পেছনে সবচে' বেশি টাকা ঢালা প্রতিষ্ঠানের লিস্ট করা হলে প্রিটযকারের গড়ে তোলা টাওয়ানি ফাউন্ডেশানের নাম থাকবে প্রথম তিনের মধ্যে।

জেইমস থেকে জেনিফার

ব্রুস জেনার: ১৯৪৯ সালে জন্ম নেওয়া অ্যামেরিকান ক্রীড়াবিদ এবং বিশ্ব রেকর্ড করা অলিম্পিক গোল্ড মেডালিস্ট। খেলাধুলা থেকে অবসর নেওয়ার পর ব্যবসা আর বিনোদন জগতে সফল ক্যারিয়ার গড়ে তোলে ব্রুস জেনার। নাম করেছিল কার রেসিংয়েও। তিন বিয়ে থেকে মোট ছয় সন্তানের বাবা সে। ২০১৫ সালে নিজেকে নারী ঘোষণা করে ব্রুস জেনার। বলে, এখন থেকে তার নাম ক্যাইটলিন। সেই সময়টাতে 'ক্যাইটলিন' ছিল সবচেয়ে হাইপ্রোফাইল ট্র্যান্সজেন্ডার। তার রূপান্তরের ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় মিডিয়াতে।

ব্রুস জেনার, অলিম্পিক গোল্ড মেডালিস্ট

ক্যাইটলিন জেনার

ট্র্যান্সজেন্ডার মানেই অপারেশন করে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করা মানুষ, তাও না। মনে রাখবেন, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মূল বক্তব্য হলো মানুষের পরিচয়ের ক্ষেত্রে শরীর গুরুত্বপূর্ণ না মনের অনুভূতিই আসল। তাই কোনো পুরুষ নিজেকে যদি নারী মনে করে তাহলে অপারেশন করুক বা না করুক, তাকে নারী বলেই গণ্য করতে হবে। দুটো উদাহরণ দেখা যাক।

মহিলা কারাগারে গর্ভবতী দুই কয়েদী: বিচিত্র এ ঘটনা ঘটেছে অ্যামেরিকাতে। ২০১১ সালে হত্যার দায়ে ত্রিশ বছরের জেল হয় ডেমিট্রিয়াস মাইনর নামের এক যুবকের। ৯ বছর জেলে খাটার পর হঠাৎ করে নিজেকে নারী দাবি করতে শুরু করে সে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বিষে আচ্ছন্ন অ্যামেরিকান বিচারব্যবস্থা এ দাবি মেনে নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেয় এক মহিলা কারাগারে। কারাগারে নারীদের সাথেই এক সাথে রাখা হয় আপাদমস্তক পুরুষ ডেমিট্রিয়াসকে। ফলে যা হবার তাই হয়, ডেমিট্রিয়াসের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জের ধরে গর্ভবতী হয়ে পড়ে দুই নারী কয়েদী। এ ঘটনার পর ডেমিট্রিয়াসকে আবারো পাঠানো হয় পুরুষদের কারাগারে।[১]

ভারতে সন্তানের জন্ম দিলেন কেরালার ট্র্যান্স দম্পতি: প্রতিবেশী দেশের এ ঘটনা নিয়ে প্রচুর মাতামাতি হয়েছে মিডিয়াতে। দেশী মিডিয়াও এ ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন করেছে খুব আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু মিডিয়ার বক্তব্য শুনলে পুরো বিষয়টা তালগোল পাকিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। প্রতিবেদনগুলোর ছবিতে দেখবেন পুরুষালী পোষাক আর চুলের ছাঁটের একজনকে মা বলা হচ্ছে, আর লম্বা চুলের নারীর পোশাক পরা এক ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে বাবা। সেই সাথে ক্যাপশান দেওয়া হয়েছে, 'সন্তানের জন্ম দিয়েছে একজন রূপান্তরিত পুরুষ', কেউ কেউ আরো আগ বাড়িয়ে বলছে, 'ভারতে এই প্রথম মা হলেন কোনো পুরুষ।'

ঘটনা আসলে কী?

মূল ঘটনা হলো, এই দম্পতির মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি নিজেকে নারী বলে পরিচয় দেওয়া শুরু করেছেন আর যিনি নারী তিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন পুরুষ বলে। তবে পুরুষ বলে পরিচয় দিলেও শরীর যেহেতু নারীর, যেহেতু তার জরায়ু আছে, যোনী আছে, তাই তিনি সন্তান জন্ম দিয়েছেন অন্য দশজন নারীর মতোই। কোনো পুরুষ জন্ম দেয়নি। নিজেকে পুরুষ দাবি করা এক নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন। শিরোনাম পার হয়ে মূল খবরে গেলে এ তথ্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

> (কেরালার) কোঝিকোড়ের উম্মালাথুর অঞ্চলের বাসিন্দা জিয়া পাভাল এবং জাহাদ ফাজিল।...জাহাদ জন্মেছিলেন নারী হয়ে, পরে লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ হয়েছেন।
>
> তবে স্ত্রী থেকে পুরুষ হওয়ার সময় জাহাদের শরীর থেকে ইউটেরাস এবং

[১] Incarcerated transgender woman Demi Minor impregnates two inmates at NJ prison, https://nypost.com/2022/07/16/transgender-woman-demi-minor-impregnates-two-inmates-at-nj-prison/

> সন্তানধারণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জননাঙ্গ বাদ দেওয়া হয়নি। তবে তার স্তন বাদ দেওয়া হয়। তাই চিকিৎসকরা তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি সন্তানধারণ করতে পারবেন।
>
> সূত্র: ভারতে প্রথমবার সন্তানের জন্ম দিলেন ট্রান্সজেন্ডার দম্পতি, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৩
> https://www.kalerkantho.com/online/world/2023/02/10/1246916

আশা করি উপরের উদাহরণগুলো থেকে বুঝতে পারছেন ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে শারীরিক ত্রুটি বা এ জাতীয় কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ, শারীরিকভাবে ১০০% নারী বা পুরুষ, যারা একসময় স্বাভাবিকভাবে বাবা কিংবা মা হয়েছে— এক পর্যায়ে এসে নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের বলে ঘোষণা দিচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরতে শুরু করছে, নাম বদলাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সার্জারির মাধ্যমে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করছে। দাবি করছে সমাজ তাদের এভাবেই মেনে নিক। অনেকে আবার কোন অপারেশন ছাড়াই দিব্যি বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হিসেবে জীবন কাটাচ্ছে। এই হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ। তবু যদি কারো কোনো সংশয় থেকে থাকে তাহলে বাংলাদেশ থেকে কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক।

বাংলাদেশের উদাহরণ

১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক প্রথম আলো-তে প্রকাশিত "নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে" শিরোনামের প্রতিবেদনে শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে এক নারীর কথা বলা হয়েছে। এই নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু অন্য 'নারী প্রতি আকৃষ্ট' হবার কারণে 'নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত' হয়েছেন তিনি। নতুন নাম নিয়েছেন জিবরান সওদাগর। তার ভাষায়,

> জিবরান বলেন, 'আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। স্কুলড্রেসের ওড়না পরতে বা মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালো লাগতো না। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেতো না।...

> গতকাল সোমবার প্রথম আলো কার্যালয়ে এসে জিবরান বলেন, ২০২১ সালে তিনি ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলা, পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন। এতে খরচ হয়েছে প্রায় সাত লাখ টাকা। চাকরির কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ বিভিন্ন নথিতে জিবরান এখনো শারমিন আক্তার ঝিনুক নামেই আছেন।'
>
> সূত্র: নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে, দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৩
> https://www.prothomalo.com/bangladesh/g1oz3nhb5b

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে শারমিন আক্তার নামের এ নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন। আরেকজন নারীর প্রতি তার বিকৃত কামনা ছিল। এই কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি নিজেকে 'পুরুষে রূপান্তরিত' করেছেন। এখন আবদার করছেন আইন ও সমাজ তাকে যেন মেনে নেয় পুরুষ হিসেবেই।

শারীরিকভাবে পুরুষ হয়ে নিজে নারী দাবি করার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরেকজনকে বলতে দেখা যাচ্ছে,

> 'আমি জন্মগতভাবে একজন ছেলে, কিন্তু আমার ফীলটা (অনুভূতি) মেয়েদের মতো। মনটা যেহেতু মেয়ে শরীরটা মেয়ের মতো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সবসময় কাজ করে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে তখন তো মনে হয় এই শরীর তো আমার নয়। সেদিক থেকে অবশ্যই শরীরটা একটা মেয়ের শরীরের আদলে কে না পেতে চাইবে?'
>
> হিজড়া নয়, একজন 'ট্রান্সওমেন' এর গল্প, ইউটিউব, Kawsar Ahmed
> https://www.youtube.com/watch?v=Tdm4aQpZ7Uw

বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে অন্যতম হো চিন মিন ইসলাম। সেই করোনার সময় থেকে শুরু করে বেশ কয়েক বছর ধরে তাকে বিশেষভাবে ফোকাস করা হচ্ছে মিডিয়াতে।[২] কিছুদিন আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠায় আইন তৈরির দাবিও জানিয়ে এসেছেন তিনি। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আসলে কী তা বেশ খোলাখুলি আলোচনা করেছেন এই অ্যাক্টিভিস্ট। তার বক্তব্যগুলো দেখা যাক।

---

[২] Covid-19 frontline warrior: Nurse embraces trans identity, Dhaka Tribune,

'ট্র্যান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের মধ্যে পার্থক্য কী?', শিরোনামে সময় টিভির এক প্রতিবেদনে তিনি বলছেন,

> 'ট্র্যান্সজেন্ডার মানুষ যারা তারা হচ্ছে তাদের জন্ম হয় ছেলে হিসেবে, বাট সামহাও, তাদের শৈশব বা কৈশোরে যাবার পরে...যেমন আমার জীবনের ২১ বছর পার হবার পর আমি বুঝতে পেরেছি আমি একজন পুরুষ না। আমার নিজেকে বুঝতে, আমার নিজের যৌনতাকে বুঝতে আমার একুশটা বছর পার করতে হয়েছে...'

সূত্র: ট্র্যান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের মধ্যে পার্থক্য কি?, ইউটিউব, সময় টিভি।
https://www.youtube.com/watch?v=c51c2oDkHZ4

তিন বছর আগের আরেক সাক্ষাৎকারে তাকে বলতে দেখা যাচ্ছে,

> 'আমার পুরুষাঙ্গ আছে কিন্তু আমি একজন নারী। আমার বুকে পশম আছে, মুখে দাড়ি ওঠে কিন্তু আমিও একজন নারী। শুধু যোনী আর স্তন দিয়ে আপনি একজন নারীকে বিচার করতে পারেন না...আমি পুরুষের শরীরে জন্মেও আসলে পুরুষ নই...
>
> এই ধরনের পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মায় যে বাচ্চারা, কিন্তু একটা সময় পর গিয়ে চিন্তা করে যে তার শরীরটা ভুল...বা তার শরীরের সাথে তার মনের, তার সত্তার একটা সংঘাত হয়।'

সূত্র: পুরুষের শরীরে নারী, ইউটিউব, Think Bangla
https://www.youtube.com/watch?v=2qlqFnJFjNI

৭ই অক্টোবর ২০২৩ এ প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই: হো চি মিন ইসলাম' শিরোনামের প্রতিবেদন থেকে,

> হো চি মিন ইসলাম বলেন, 'আমার শরীরটা পুরুষের ছিল, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি নিজেকে নারী ভাবতাম। অবশেষে অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই। এখন আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন নারী।
>
> 'অস্ত্রোপচারের আগে আমার শরীরটা ছিল পুরুষের। নিজের আইডেন্টিটি বা পরিচিতির জন্য এবং নিরাপত্তার জন্যও অস্ত্রোপচার করাটা জরুরি

July 2020. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/216437/covid-19-frontline-warrior-nurse-embraces-trans

ছিল...

সূত্র: অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই: হো চি মিন ইসলাম, দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ৭, ২০২৩
https://www.prothomalo.com/bangladesh/jretv8gk5i

হো চিন মিন ইসলামের কথা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে শারীরিক কোনো সমস্যার সম্পর্ক নেই। তাদের শরীর সুস্থ, সমস্যা মনে। লক্ষ্য করার মতো আরেকটা বিষয় হলো, হো চি মিন ইসলাম 'লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন করেছেন' ২০২৩ সালে। কিন্তু এর কমপক্ষে তিন বছর আগে থেকেই সামাজিক ও আইনীভাবে তাকে এবং তার মতো অন্যদের নারী হিসেবে মেনে নেওয়ার দাবি করে আসছেন তিনি।

অর্থাৎ, তাদের দাবি হলো অস্ত্রোপচার হোক বা না হোক, যখন থেকে কেউ নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করা শুরু করবে, তখন থেকেই সামাজিক ও আইনীভাবে এ দাবি মেনে নিতে হবে।

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ আসলে ঠিক কী দাবি করে?

ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯৬৫ সালে। কেতাবিভাবে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দ দিয়ে এমন কোনো মানুষকে বোঝানো হয়, যার "আত্মপরিচয়ের উপলব্ধি তার শরীরের সাথে মেলে না"। কথাটা একটু খটমটে শোনায়, সহজে বলি। ট্র্যান্সজেন্ডার হলো এমন কেউ যার দেহ পুরুষের কিন্তু সে নিজেকে নারী মনে করে অথবা যার দেহ নারীর কিন্তু সে নিজেকে পুরুষ মনে করে।

কাজেই ট্র্যান্সজেন্ডার নারী বা ট্র্যান্সনারী মানে হলো, এমন পুরুষ যে নিজেকে নারী দাবি করছে, নারীর পোশাক পরছে, নারীসুলভ নাম রাখছে। আর ট্র্যান্সজেন্ডার পুরুষ বা ট্র্যান্সপুরুষ মানে হলো একজন নারী যে নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করছে।

বর্তমানে পাশ্চাত্যে নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করা অধিকাংশ লোক অস্ত্রোপচার বা হরমোন সার্জারি করে না। মুখে বলা, নাম বদলানো, পোশাকে অল্পস্বল্প পরিবর্তন আনাই দাবি করার জন্য যথেষ্ট। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মূল বক্তব্য হলো:

একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী তার সাথে দেহের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের দেহ তার পরিচয় ঠিক করে না। পরিচয় নির্ভর করে মানুষের মনের উপর। একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়।

বিশ্বাস হচ্ছে না? অ্যামেরিকার পাবলিক স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের কী পড়ানো হচ্ছে দেখুন।

আই অ্যাম জ্যায (I Am Jazz) নামের বইতে বলা হচ্ছে —

আমার মস্তিষ্ক মেয়েদের কিন্তু শরীর ছেলেদের
এটাকে ট্র্যান্সজেন্ডার বলে
আমি জন্ম থেকেই এমন।

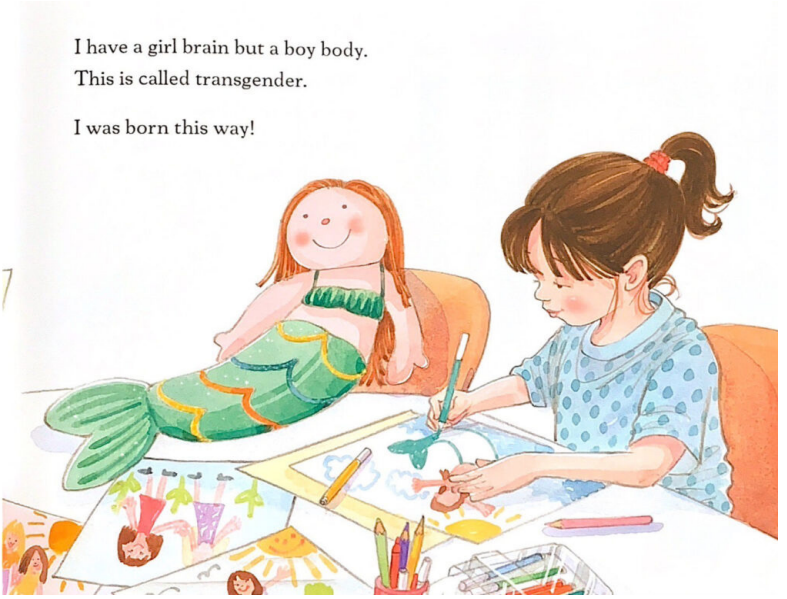

I am Jazz

মনে রাখবেন, এ জিনিস শেখানো হচ্ছে প্রাইমারী স্কুলে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে, একজন শিশু জন্মানোর পর তাকে যে ছেলে বা মেয়ে বলা হয়, তা পুরোটাই হয় অনুমানের ভিত্তিতে। ডাক্তাররা আন্দাজ করে ছেলে বা মেয়ে পরিচয় 'বরাদ্দ' করে দেয়। কিন্তু পরে একজন শিশু 'জন্মকালে নির্ধারিত' পরিচয়ের বদলে অন্য কোনো পরিচয় বেছে নিতে পারে। জন্মের পরপর যাকে ছেলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সে একসময় গিয়ে নিজেকে মেয়ে বলতে পারে। শরীর যেমনই হোক না কেন, তাকে তখন মেয়েই ধরে নিতে হবে। কারণ কিছু মানুষ 'ভুল দেহে জন্ম নেয়'।

প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আরেক বই It Feels Good to Be Yourself-এ বলা হচ্ছে,

> দেখো, তোমার যখন জন্ম হয়েছিল নিজের অনুভূতি তখন তুমি মানুষকে জানাতে পারতে না। তোমার আশেপাশের মানুষরা তোমাকে দেখে একটা অনুমান করে নিয়েছিল। সেটা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে।
>
> যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তাদের জানাতে কোনো সমস্যা নেই।
>
> রুথির বয়স যখন ৫, তখন সে তার বাবামা-কে বলেছিল,
>
> *'আমি জানি তোমরা আমাকে ছেলে মনে করো, কিন্তু আসলে আমার মনে হয় আমি একটা মেয়ে।'*

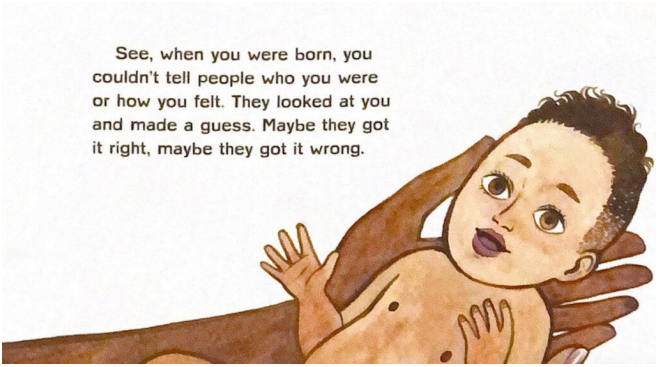

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ তার অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য চারটা ধারণাকে ব্যবহার করে—

- ♦ বায়োলজিকাল সেক্স (Biological Sex) বা জন্মগত লিঙ্গ
- ♦ সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বা প্রণয়বোধ ও যৌন আকর্ষণ
- ♦ জেন্ডার
- ♦ জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ/'মনের লিঙ্গ')

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে এই চারটা জিনিস আলাদা। তারা কীভাবে এ চারটিকে সংজ্ঞায়িত সেটা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক। তারা বলে,

বায়োলজিকাল সেক্স বা জন্মগত লিঙ্গ হলো স্রেফ দেহের বর্ণনা। মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য, যেমন ক্রোমোসোম, যৌনাঙ্গ, হরমোন ইত্যাদি মিলে তার জন্মগত লিঙ্গ ঠিক হয়। কিছু মানুষের পুরুষাঙ্গ থাকে, কিছু মানুষের যোনী থাকে। কিন্তু এগুলো দিয়ে; দেহ দিয়ে মানুষের পরিচয় ঠিক হয় না।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হলো মানুষের যৌন রুচি বা আকর্ষণ। যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এক্ষেত্রে ভালোমন্দ, ভুল কিংবা সঠিক বলে কিছু নেই। কেউ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ আকৃষ্ট হতে পারে উভয়ের প্রতি। আবার কারো মধ্যে হয়তো যৌনতার কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই। যৌন রুচি একটা বর্ণালীর মতো। এখানে আছে অনেক রঙ। পুরুষ হলেই নারীর প্রতি বা নারী হলেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

জেন্ডার হলো নারী বা পুরুষ হবার সাথে যুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা। সমাজ ও সংস্কৃতি নারীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আচরণ আশা করে, আলাদা ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে পুরুষের কাছ থেকে। নারী ও পুরুষের কেমন হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে সমাজের নির্দিষ্ট কিছু ধারণা থাকে। কিন্তু এই ধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মানুষের বানানো। সর্বজনীন কিছু না।

জেন্ডারও আসলে একটি বর্ণালীর মতো। নারী বা পুরুষ হবার নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। কেউ নিজেকে নারী পুরুষ, দুটোই, কোনোটাই না অথবা এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনো কিছু হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। সবই সমান, সবই বৈধ।

জেন্ডার আইডেন্টিটি বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ হলো নিজের ব্যাপারে মানুষের

অনুভূতি। কারো দেহ পুরুষের হতে পারে কিন্তু সে নিজেকে নারী মনে করে এবং নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করে। সে নারীসুলভ নাম ব্যবহার করে, পোশাক পরে ইত্যাদি। নিজেকে নারী মনে হওয়াটা হলো মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বা জেন্ডার আইডেন্টিটি। আর নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করাটা হলো জেন্ডার এক্সপ্রেশন (Gender Expression) বা মনের লিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।

একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সমাজ ও আইন তাকে সেটাই গণ্য করবে। অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গের উপর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ প্রাধান্য পাবে। তাই পুরুষাঙ্গ থাকলেও কেউ 'নারী' হতে পারে, যোনী থাকলেও কেউ পুরুষ হতে পারে। এই চারটি ধারণা কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে এগুলোর মাধ্যমে মানুষের পরিচয় তৈরি হয়, সেটা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করা হয়। তেমনি একটি ছবি নিচে যুক্ত করা হলো।

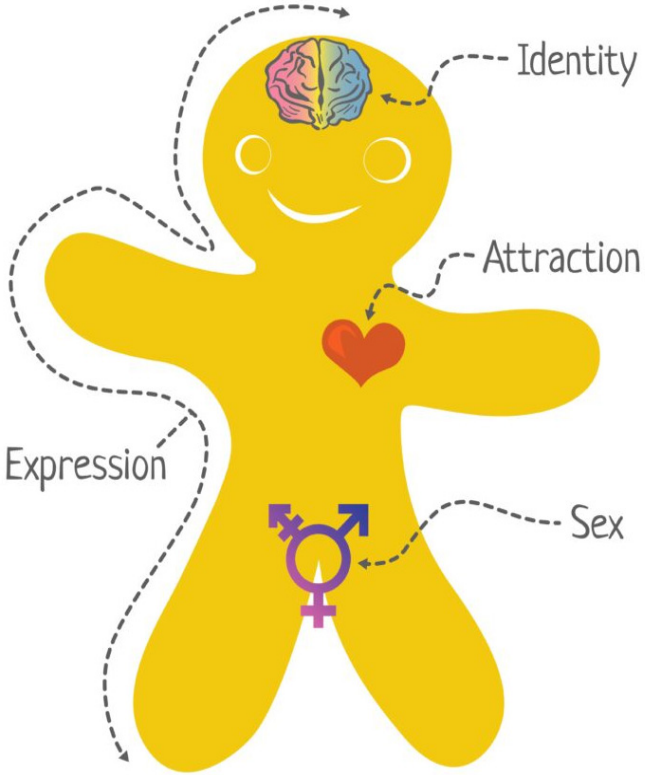

Gender Identity, Sexual Orientation (Attraction), Sex, Gender Expression

বাংলাদেশেও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচারে একই ধরনের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপরের কথাগুলো একটু কঠিন লাগতে পারে। তবে বিভিন্ন জটিল পরিভাষার আড়ালে এখানে মূল বক্তব্য তা-ই, যা একটু আগে আমরা বলেছি। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে, মানুষের পরিচয় নির্ভর করে তার অনুভূতির উপর। দেহ যাই হোক, নিজেকে সে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। কাজেই কারো দেহ পুরুষের হলেও সে নিজেকে নারী মনে করতে পারে। দেহ পুরুষের হলেই যে নিজেকে পুরুষ মনে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মানুষের পরিচয় নির্ভর করে তার অনভূতি আর মনের চাওয়ার উপর। একইভাবে মানুষ কার সাথে যৌন সম্পর্ক করবে, তাও নির্ভর করবে মনের উপর। এখানে ভালোমন্দের কিছু নেই।

বাস্তবতা হলো, এই পুরো শ্রেণীবিভাগটাই বানোয়াট। এ শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদসহ নানা বিকৃত আচরণের বৈধতা দেওয়ার জন্য। দেহ, যৌনতা, পরিচয় এবং প্রকাশ–আলাদা আলাদা কিছু না। বরং পরস্পর সম্পৃক্ত। একটা আরেকটার উপর নির্ভরশীল। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন পরিচয় হয় না। মানুষের দেহ নির্দিষ্টভাবে তৈরি। নারী ও পুরুষের দেহের দিকে তাকালে যে কেউ এ সহজ বিষয়টা বুঝতে পারবে। এই সত্যগুলো সব সমাজ ও সভ্যতায় স্পষ্ট। দিন ও রাতের আবর্তনের মতো চিরাচরিত ব্যাপার। কিন্তু নিজেদের বিকৃতি ও অসুস্থতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য এগুলো মুছে ফেলতে চায় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং সমকামী আন্দোলন। নিরেট বাস্তবতাকে বদলে দিতে চায় তারা।

কিছু প্রশ্ন ও সংশয়

এবার ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ দিয়ে বহুল প্রচলিত কয়েকটা প্রশ্নের দিকে তাকানো যাক। এ প্রশ্নগুলো নিয়ে অনেকেই সংশয়ে ভোগেন তাই আমরা সংক্ষেপে এগুলোর উত্তর জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

ট্র্যান্সজেন্ডার মানে কি হিজড়া?

আমাদের সমাজে হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের ধারণা আছে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের কথা শুনলে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন এটা হয়তো হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন। কিন্তু এ দুটো জিনিস একেবারেই আলাদা। আসুন পুরো ব্যাপারটা ভেঙে ভেঙে দেখা যাক, ঠিক কোন কোন জায়গাতে ভুলগুলো হচ্ছে।

মানুষ হয় পুরুষ অথবা নারী। যাদের দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা পুরুষ, যাদের দেহ ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা নারী। এটা শুধু বাহ্যিক 'যন্ত্রপাতি'র বিষয় না। পুরো প্রজননব্যবস্থার বিষয়।[৩]

মানবজাতির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আছেন যাদের প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি থাকে। বাহ্যিকভাবে তাদের দেহে জন্মগতভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। এধরনের মানুষকে বোঝাতে যে শব্দটা ব্যবহৃত হয় তা হলো ইন্টারসেক্স (Intersex) বা আন্তঃলিঙ্গ। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে মূলত ইন্টারসেক্স বা আন্তলিঙ্গ মানুষদের বুঝিয়ে থাকে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী জনসংখ্যার মাত্র ০.০১৮% মানুষ ইন্টারসেক্স বা হিজড়া হন। ৯৯.৯৮২% মানুষ স্বাভাবিক শরীর

---

[৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, Why Sex is Binary - https://www.youtube.com/watch?v=XN2-YEgUMg0

নিয়ে জন্ম নেন।[৪]

যে বিষয়টা আমাদের বোঝা দরকার তা হলো, ইন্টারসেক্স বা আন্তলিঙ্গ মানুষরা তৃতীয় কোনো লিঙ্গ না বা দুটোর মাঝামাঝি কিছুও না। তারাও নারী অথবা পুরুষ, তবে তাদের যৌন অঙ্গ, গঠন বা জিনগত কিছু ত্রুটি থাকে। যে কারণে এ ধরনের সমস্যাকে ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট (ডিএসডি)-ও বলা হয়।[৫]

যেমন, ধরা যাক একটি শিশুকে জন্মের সময় বাহ্যিকভাবে মেয়ে মনে হয়েছে, সেভাবেই সে বড় হয়েছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় দেখা গেল তার মাসিক হচ্ছে না। তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল তার জরায়ু নেই, ফ্যালোপিয়ান টিউব নেই; বরং শরীরের ভেতরে অণ্ডকোষ আছে। তার শরীর পুরুষের হরমোন তৈরি করছে, তার শরীর শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি। ইনি একজন ইন্টারসেক্স পুরুষ, যার শরীরে বাহ্যিকভাবে নারীসুলভ কিছু চিহ্ন আছে।

অন্যদিকে নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স না। তাদের কোনো ধরনের ডিএসডি (ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট) নেই। তাদের জন্ম হয়েছে সুস্থ এবং স্বাভাবিক যৌনাঙ্গ নিয়ে।

যারা নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার নারী দাবি করে তারা পুরুষ। তাদের অণ্ডকোষ আছে, পুরুষাঙ্গ আছে, তাদের শরীরে আছে এক্সওয়াই ক্রোমোসোম। নিজেদের যারা ট্র্যান্সজেন্ডার পুরুষ বলছে তারা আসলে নারী। তাদের জন্ম জরায়ু, ডিম্বাশয়, যোনী এবং ফ্যালোপিয়ান টিউব নিয়ে। তাদের দেহে আছে এক্সএক্স ক্রোমোসোম। যারা সত্যিকার অর্থে আন্তলিঙ্গ তাদের খুব অল্প সংখ্যকই নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার বলে দাবি করে।

---

[৪] Sax, Leonard. “How common is lntersex? A response to Anne Fausto-Sterling.” Journal of sex research 39, no. 3 (2002): 174-178.

[৫] বিস্তারিত, Is Intersex a Third Sex?, https://www.theparadoxinstitute.com/watch/is-intersex-a-third-sex?rq=intersex

লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির মাধ্যমে কী ধরনের 'রূপান্তর' হয়?

আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে, 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির মাধ্যমে নারী থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে নারী হওয়া যায়। মিডিয়াগুলোকে এ ধরনের খবর প্রচার করতে দেখা যায় খুব আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির মাধ্যমে কেউ আসলে পুরুষ থেকে নারী বা নারী থেকে পুরুষ হয় না। এগুলো মূলত এক ধরনের কসমেটিক সার্জারি। এ ধরনের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেবল বাহ্যিকভাবে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এগুলো দিয়ে পুরো প্রজননব্যবস্থা বদলায় না।

যার জন্ম হয়েছে নারী হিসেবে, শত অস্ত্রোপচার করা হলেও তার শরীর বীর্য উৎপাদন করতে পারবে না। তার ঔরসে সন্তানের জন্ম হবে না। যার জন্ম হয়েছে পুরুষ হিসেবে, শত অস্ত্রোপচার করা হলেও সে সন্তান জন্ম দিতে পারবে না।

তাহলে এই 'লিঙ্গ পরিবর্তন' বলে আসলে কী বোঝানো হয়? এ ধরনের সার্জারিতে আসলে কী করা হয়?

একদম সোজাসাপ্টাভাবে বললে, একজন পুরুষের ক্ষেত্রে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির মানে হলো অপারেশন করে তার বুকে কৃত্রিম 'স্তন' বসানো, তার অণ্ডকোষ ফেলে দেওয়া, পুরুষাঙ্গ কেটে উল্টে (invert) দিয়ে দু' পায়ের মাঝখানে একটা ছিদ্র তৈরি করা।

নারীদের ক্ষেত্রে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' এর অর্থ হলো, তার স্তন কেটে বাদ দেওয়া, শরীর থেকে জরায়ু এবং গর্ভধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অংশ কেটে ফেলে দেওয়া, তারপর হাতের কবজি কিংবা পা থেকে কিছু পেশী নিয়ে কৃত্রিমভাবে একটি 'পুরুষাঙ্গ' তৈরি করা।

যারা আগ্রহী তারা নিচের দুটো ভিডিও দেখতে পারেন। ভিডিও দুটিতে থ্রিডি মডেলিংয়ের মাধ্যমে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' অপারেশনের ঠিক কী করা হয় তা দেখানো হয়েছে। তবে আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি, ভিডিওগুলো দেখা অনেকের জন্য কঠিন হতে পারে।

'পুরুষের লিঙ্গ পরিবর্তন'-

https://www.youtube.com/watch?v=ETRlmJWyr-A

'নারীর লিঙ্গ পরিবর্তন'-

https://www.youtube.com/watch?v=bDiw২UOyYIU

মনে রাখবেন এই কৃত্রিম যোনী এবং কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ কোনোটাই সত্যিকারের অঙ্গের মতো কাজ করে না। প্রজননের ক্ষেত্রে তো না-ই না, যৌনতার ক্ষেত্রেও না। কথাটা সহজে, একটু স্থূলভাবে যদি বলি, পাঠাকে খাসি করলে সেটা মাদী ছাগী হয় না। সে তখন বাচ্চা দিতে পারে না, দুধ দিতে পারে না। জায়গামতো 'ছিদ্র' করে দিলেও পারে না।

তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিক আছে আর তা হলো হরমোন ট্রিটমেন্ট। পুরুষত্বের জন্য দায়ী প্রধান হরমোন হলো টেস্টোসটেরন। এই হরমোনের প্রভাবেই বয়ঃসন্ধির সময় পুরুষের কণ্ঠ ভারী হয়, দাড়ি গজায়, শরীরে লোম গজায়, মাংসপেশী ও হাড়ের ঘনত্ব বাড়ে। এ হরমোন পুরুষ দেহে তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবে। পুরুষদের রাগ, আগ্রাসী মনোভাব এবং ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতার পেছনেও জোরালো ভূমিকা রাখে এই হরমোন। এসব কারণে দেখবেন অনেক ক্রীড়াবিদ ও বডিবিল্ডার পারফরমেন্স বাড়ানোর জন্য এবং শরীরকে আরো মাংসল, আরো পেশীবহুল করার জন্য টেস্টোসটেরন ব্যবহার করে থাকেন।

অন্যদিকে নারীত্বের জন্য দায়ী প্রধান হরমোন হলো ইস্ট্রোজেন। বয়ঃসন্ধির সময়ে নারীদেহে আসা পরিবর্তনগুলোর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই হরমোন। ইস্ট্রোজেনের কারণে নারী দেহে চর্বির পরিমাণ বেশি হয়, শরীরের কাঠামো কমনীয় এবং নারীসুলভ হয়।

তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন'—এর সময় পুরুষদের ইস্ট্রোজেন এবং নারীদের টেস্টোসটেরন দেওয়া হয় উচ্চ পরিমাণে। অর্থাৎ তাদের দেহে বিপরীত লিঙ্গের হরমোন ঢোকানো হয়। টেস্টোসটেরনের প্রভাবে নারীদের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে, চুল পড়তে শুরু করে, দাড়ি গজায় এবং শরীরের কমনীয়তা কমে পেশী কিছুটা বাড়ে। অন্যদিকে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে পুরুষের কণ্ঠ চিকন হয়ে আসে, শরীরে চর্বি বাড়ে (বিশেষ করে বুকে ও কোমরে) এবং সার্বিকভাবে তার অবয়ব পুরুষের তুলনায় গোলগাল হতে শুরু করে।

কিন্তু যতো হরমোনই দেওয়া হোক না কেন, এতে করে একজন পুরুষ নারী হয় না। একজন নারী পরিণত হয় না পুরুষে। এতে করে কেবল বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন আসে। সেই সাথে তৈরি হয় নানা ধরনের শারীরিক জটিলতাও। পশ্চিমা বিশ্বে নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার বলে দাবি করা লোকদের বড় একটা অংশই হরমোন ট্রিটমেন্ট এবং সার্জারি করে না। ট্র্যান্সজেন্ডার দাবিদারদের মধ্যে অর্ধেকের মতো

হরমোন ট্রিটমেন্ট নেয়। আর লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি করায় ২৫% এর মতো।[৬]

অন্যদিকে অপারেশন করে 'রূপান্তরিত' হওয়া মানুষদের মধ্যে অনেকে ভুল বুঝতে পেরে যেতে চাইছে আগের অবস্থায়। কিন্তু ফেরার পথ যে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে তারা। তাই বাড়ছে হতাশাগ্রস্থতা, আত্মহত্যার প্রবণতা।

কেন কিছু মানুষ নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে?

মোটাদাগে এর পেছনে দুটো কারণ আছে,

- ♦ মানসিক অসুস্থতা
- ♦ যৌন বিকৃতি

মানসিক অসুস্থতা: কিছু মানুষ এক ধরনের মানসিক রোগে ভোগে যার ফলে তাদের মনে হয় তারা 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে'। এ ধরনের মানুষ একটা বয়সে গিয়ে; সাধারণত বয়ঃসন্ধির সময়, নিজের শরীর ও আচরণ নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করে। তারা মনে করতে শুরু করে যে তাদের শরীর যদি বিপরীত লিঙ্গের মতো হতো, তাহলে এ অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতো তারা। এ রোগকে আগে জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার (Gender Identity Disorder) বলা হতো। বর্তমানে এটাকে বলা হচ্ছে জেন্ডার ডিসফোরিয়া (Gender Dysphoria। যাদের মধ্যে এ ধরনের সমস্যা দেখা যায় সাধারণত তাদের মধ্যে ডিপ্রেশনসহ অন্যান্য আরো অনেক মানসিক সমস্যা থাকে। এছাড়া এ ধরনের মানুষের অনেকে শৈশবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, যা নিজ শরীর ও যৌনতা নিয়ে তাদের চিন্তায় নানা ধরনের জটিলতা নিয়ে আসে।

যৌন বিকৃতি: নিজেদের নারী দাবি করা পুরুষদের বড় একটা অংশ এই কাজটা করে যৌন আনন্দের জন্য। এই পুরুষরা নিজেকে নারী হিসেবে চিন্তা করে, নারীর পোশাক পরে, নিজেদের নারী হিসেবে উপস্থাপন করে যৌন আনন্দ লাভ করে। এটা এক ধরনের যৌন বিকৃতি, যার একটা জবরজং নাম আছে, অটোগাইনেফিলিয়া (Autogynephillia)। শাব্দিকভাবে এর অর্থ 'নিজেকে নারী হিসেবে কামনা করা'।[৭]

---

[৬] Cf. J. Herman et al., "2015 U.S. Transgender Survey," National Center for Transgender Equality, 99,100.

Cf. I. Nolan et al., "Demographic and Temporal Trends in Transgender Identities and Gender Confirming Surgery," Translational Andrology and Urology, 8:3 (June 2019).

[৭] James Shupe, "I Was America's First 'Nonbinary' Person. It Was All a Sham," Daily Signal (March 10, 2019), https://www.dailysignal.com/2019/03/10/i-was-americas-first-non-

অটোগাইনেফিলিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কেউ হয়তো খোলামেলা পোশাকের নারী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়, কেউ হয়তো নারীসুলভ দেহকাঠামো চায়, কেউ হয়তো নারীসুলভ আচরণ করতে চায়, আবার কেউ হয়তো যৌনকর্ম করতে চায় নারী হিসেবে।

অটোগাইনেফিলিয়া থাকা পুরুষদের সবাই সমকামী হয় না, এদের একটা অংশ নারীদের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। এ ধরনের অটোগাইনেফাইল হলো এমন পুরুষ যে নারীদেহ ভালোবাসে এবং সে তার ভালোবাসার বস্তুতে পরিণত হতে চায়।

এ বিকৃতি অনেকটা নারীত্ব নিয়ে এক ধরনের ফ্যান্টাসির মতো। এ বিকৃতিতে ভোগা পুরুষেরা নারীত্বের একটা ক্যারিক্যাচার তৈরি করে। লক্ষ্য করে দেখবেন আপনি এমন কোনো পুরুষ পাবেন না যে একটা মধ্যবয়েসী, সাদামাটা পোশাক পরা, উগ্র মেকাপের ফর্মূলা এড়িয়ে চলা তিন বাচ্চার মায়ের মতো শরীর চায়। বরং তারা হতে চায় হাই হিল, প্রকট মেকাপ, বিশাল বক্ষ, উগ্র পোশাকের এমন এক নারীর মতো যার সাথে দৈনন্দিন জীবনের নারীর তেমন একটা মিল নেই। কাল্পনিক এই নারীর অস্তিত্ব আছে পর্নোগ্রাফির জগতে। নিজেদের নারী দাবি করা পুরুষদের বড় একটা অংশের মধ্যে অটোগাইনেফিলিয়া নামের এই বিকৃতি আছে।

সামাজিক প্রভাব: নিজেকে ট্র্যান্সজেন্ডার বলে দাবি করা মানুষের সংখ্যা বাড়ার আরেকটা কারণ এ ব্যাপারে পশ্চিমা সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। বয়ঃসন্ধি অনেকের জন্যই একটা জটিল সময়। এসময় মানুষের মধ্যে কাজ করে নানা ধরনের বিভ্রান্তি আর আবেগ। আবেগতাড়িত হয়ে, খেয়ালের বশে মানুষ এসময় অনেক সিদ্ধান্ত নেয়। তার এ সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মিডিয়া এবং তার পারিপার্শ্বিকতা।

আজ পশ্চিমা বিশ্বে অবাধ যৌনতার সবক দেওয়া শুরু হচ্ছে স্কুল থেকে। আধুনিক পৃথিবীতে পর্নোগ্রাফি সহজলভ্য, যৌনতা চারপাশে। তারা দেখছে দু'জন পুরুষ 'বিয়ে' করতে পারে, দু'জন নারী 'বিয়ে' করতে পারে। এটা তাদের দেশের আইনে বৈধ। একে দিব্যি স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুল থেকে শিশুদের শেখানো হচ্ছে আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের

---

binary-person-it-was-all-a-sham/.
Ray Blanchard, "Gender Identity Disorders in Adult Men," in Clinical Management of Gender Identity Disorders in Children and Adults, ed. Ray Blanchard and B.V. Steiner (Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, 1990): 49–75.

অবস্থান। মিডিয়াতে বারবার বলা হচ্ছে ট্র্যান্সজেন্ডার হওয়া খারাপ কিছু না, বরং ট্র্যান্সজেন্ডাররা বিশেষ ধরনের মানুষ। সমাজে তাদের আলাদা দাম আছে। রীতিমতো মগজধোলাই করা হচ্ছে তাদের। এছাড়া অনেক শিশু ছোটবেলায় যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। অনেকে কৈশোরেই জড়িয়ে যাচ্ছে মাদকের সাথে।

এ সবকিছু প্রভাব ফেলছে তাদের মনোজগতে। এসব স্রোতের টানে কৈশোরের নাজুক সময়টাতে অনেকেই নিজেকে ট্র্যান্সজেন্ডার বলছে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এতো প্রভাবশালী হয়ে উঠলো কী করে?

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ কীভাবে তৈরি হলো, কীভাবে আজকের পৃথিবীতে এতো শক্তিশালী অবস্থান পৌঁছলো–সে আলোচনা অনেক লম্বা। এর সাথে জড়িত আছে পাশ্চাত্যের দর্শন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তি পরিচয় ও মানবাধিকারের ধারণাসহ আরো অনেক কিছু। তবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থানের পেছনে সরাসরি সম্পর্ক খুঁজতে গেলে নিচের তালিকা পাওয়া যাবে-

- ♦ পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় ধারা (Third wave feminism), যা নারীত্ব ও পুরুষের ধারণাকে আক্রমণ করেছে।
- ♦ অ্যামেরিকাতে হওয়া 'সমকামী অধিকার আন্দোলন', যার মাধ্যমে সমকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনতা এবং 'সমকামী বিয়ে' আইনী বৈধতা পেয়েছে।
- ♦ ষাটের দশকে অ্যামেরিকায় ঘটা 'যৌন বিপ্লব', যা যৌনতার ব্যাপারে সব ধরনের মূল্যবোধ মুছে ফেলেছে।
- ♦ এ তিনের মিশ্রণে তৈরি হওয়া জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) মতবাদ।
- ♦ চিকিৎসাশাস্ত্র, চিকিৎসক ও ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রির একটি অংশ।
- ♦ সমকামিতা ও অন্যান্য বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা দাতারা।

এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। সংক্ষেপে এটুকু বলা যায়-

ষাটের দশক থেকে শুরু করে প্রায় ৫ দশক ধরে অ্যামেরিকাতে চলে সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার আন্দোলন। মিডিয়া, অ্যাক্টিভিজম, আইন-আদালতসহ

নানাভাবে এ আন্দোলন চেষ্টা চালিয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের। বিকৃত যৌনাচারে আসক্ত লোকদের উপস্থিত করা হয় 'সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী' আর 'সংখ্যালঘু' হিসেবে। বিকৃত যৌনতার বৈধতার দাবি তোলা হয় মানবাধিকারের নামে।

পঞ্চাশ বছর ধরে গড়ে ওঠে দাতা, এনজিও, অ্যাক্টিভিস্ট, মিডিয়া, উকিল, রাজনীতিবিদ আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। শেষমেষ ২০১৫ সাল নাগাদ সমকামিতা এবং 'সমকামী বিয়ে' পশ্চিমা বিশ্বে বৈধতা পেয়ে যায়। আর তার ঠিক পরপর, পাঁচ দশক ধরে গড়ে ওঠা এই নেটওয়ার্ক মনোযোগ দেয় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচার ও প্রসারে।

এ নেটওয়ার্কের একদম উপরে আছে বিশাল সব দাতা। যারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এইসব বিকৃতির প্রসারে খরচ করে চলছে। তাদের টাকাগুলো দিয়ে গড়ে উঠছে নানান এনজিও। এনজিওগুলো রাজনীতিবিদদের কাছে দেনদরবার করছে, নানা ইস্যুতে মামলা ঠুকে দিচ্ছে, তৈরি করছে অসংখ্য অ্যাক্টিভিস্ট যারা ছড়িয়ে পড়ছে অনলাইন ও অফলাইন প্রচারণায়। একইসাথে এই দাতারা বড় বড় রাজনীতিবিদের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের পেছনেও টাকা ঢালছে, সেই সাথে শর্ত জুড়ে দিচ্ছে, ক্ষমতায় গেলে সমকামিতা আর ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে কাজ করতে হবে।

অন্যদিকে এনজিওগুলো আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে, তারা উকিলদের দিয়ে খসড়া আইন বানাচ্ছে, তারপর নিজেদের নেটওয়ার্কের প্রভাব খাটিয়ে সেগুলো পাশ করিয়ে আনছে বিধানসভা থেকে। এভাবে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিকৃত যৌনতা বৈধ হয়ে যাচ্ছে।

নিজ দেশে বৈধতা দেওয়ার পর শক্তিশালী পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে ব্যবহার করে সারা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের নামে বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

ঐ যে বড় বড় দাতাদের কথা বললাম, তাদের টাকায় গড়ে উঠছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও। এসব এনজিওগুলোর অনেকে 'মানবাধিকার' আর সামাজিক ইস্যুতে খোদ জাতিসংঘের উপদেষ্টা বনে বসে আছে। এইসব এনজিও এবং শক্তিশালী পশ্চিমা বিশ্বগুলোর ক্রমাগত সুপারিশের ফলে একসময় জাতিসংঘও বিকৃত যৌন আচরণকে মানবাধিকার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

যার ফলে অ্যামেরিকান সরকার থেকে শুরু করে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা আজ বিশ্বব্যাপী ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণে

কাজ করছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, ২০২১ এর জুলাইয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এক মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষর করে। এতে বলা হয়, ভিন দেশে কাজ করা মার্কিন সংস্থাগুলো যেন এলজিবিটিকিউআই (সমকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডার ও অন্যান্য বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের আন্দোলন) ইস্যুতে বিদেশী সরকারগুলোকে চাপ দেওয়ার জন্য সব ধরনের কূটনৈতিক এবং সহায়তামূলক উপকরণগুলো কাজে লাগানোর কথা বিবেচনা করে। পাশাপাশি যথাযথ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ভিসা রেস্ট্রিকশান এবং অন্যান্য অ্যাকশনও বিবেচনা করে।[৮]

অর্থাৎ কোন দেশ যদি সমকামিতা এবং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাহলে মার্কিন সরকার তাদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে পারে, তাদেরকে দেওয়া আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দিতে পারে। তাদের উপর আরোপ করতে পারে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কিংবা ভিসা রেস্ট্রিকশান। সম্প্রতি সমকামিতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় উগান্ডার বিরুদ্ধে স্যাংশান দেওয়া হয়েছে।[৯]

---

[৮] Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Persons Around the World, The White House, February 4, 2021
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/memorandum-advancing-the-human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-transgender-queer-and-intersex-persons-around-the-world/

[৯] US imposes visa restrictions on Uganda officials after anti-LGBTQ law, Reuters, June 17, 2023.
World Bank halts new Uganda loans over anti-LGBTQ+ law, BBC, August 9, 2023.

বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, এসব তো পশ্চিমা বিশ্বের সমস্যা। আমাদের এ নিয়ে এতো মাথাব্যথার কী আছে?

উত্তর হলো, ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে গেছে বহুদূর। অল্প কিছু খবর দেখে নেওয়া যাক।

আইনী বৈধতা

২০২২ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় আইন হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে –

> বৈষম্য ও লাঞ্ছনার শিকার ট্র্যান্সজেন্ডারদের সুরক্ষা ও অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন' নামের আইনটি পাস হলে বৈষম্য থেকে অনেকটাই মুক্তি মিলবে ট্র্যান্সজেন্ডারদের। বৃহস্পতিবার এমন তথ্য জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপপরিচালক রবিউল ইসলাম।
>
> উপপরিচালক রবিউল ইসলাম বলেন, 'ট্র্যান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতের জন্য ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য এই জনগোষ্ঠী ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আগামী মাসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সবার মতামত নিয়ে একটি আইন তৈরি করে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর এটি সংসদে উপস্থাপন হবে। তারপর বাস্তবায়ন করা হবে।'

তিনি বলেন, 'আইনটি বাস্তবায়িত হলে এই কমিউনিটির মানুষগুলো আর সেবা নিতে বৈষম্যের শিকার হবে না। বিদেশ যেতে পাসপোর্ট নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে জটিলতার নিরসন হবে। আইন দ্বারা তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে।'

সূত্র: ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা২৪, মার্চ ১০, ২০২২
https://www.newsbangla24.com/news/182775/The-law-is-to-protect-transgender-people

এখান থেকে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার ধাপগুলো স্পষ্টভাবে জানা যায়।

প্রথম ধাপে, 'ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা'র জন্য আইনের খসড়া তৈরি হবে।

দ্বিতীয় ধাপে, খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

তৃতীয় ধাপে, আইন মন্ত্রণালয় আইন চূড়ান্ত করবে।

চতুর্থ ধাপে, আইন সংসদে উত্থাপন করা হবে এবং সেখানে তা পাশ হয়ে যাবে।

এই চার ধাপের মধ্যে আমরা এখন ঠিক কোন ধাপে আছি?

দ্বিতীয় ধাপ শেষ, আমরা এখন আছি তৃতীয় ধাপে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে' শিরোনামের এক খবরে বলা হচ্ছে-

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে 'ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন' এর খসড়ার কমিউনিটি কনসালটেশন কর্মশালায় এ কথা বলেন তিনি। এ কর্মশালা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল, শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এডিবির প্রিন্সিপাল সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফানসেসকো টোরনেইরি এবং এডিবির জেন্ডার অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট নাশিবা সেলিম।

সূত্র: ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে, সাম্প্রতিক দেশকাল, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৩
https://shampratikdeshkal.com/bangladesh/news/২৩০৯১২৩৮৬২/ট্র্যান্সজেন্ডার-ব্যক্তির-অধিকার-সুরক্ষায়-আইন-দ্রুত-পাশ-হবে

ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার সুরক্ষা আইনের খসড়া নিয়ে ওয়ার্কশপ, ইউটিউব, Global Television
https://www.youtube.com/watch?v=VP36ZrSGs70

অর্থাৎ, ২০২২ সালে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩ নাগাদ খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। ধারণা করা যায়, ২০২৪ বা বড়জোর ২০২৫ এর মধ্যে এই আইন সংসদে পাশ হয়ে যাবার জোরালো সম্ভাবনা আছে। সে সময়ে বাংলাদেশে যে সরকারই থাকুক, সরাসরি অ্যামেরিকার বিরোধিতা করে এ আইনের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নেবে, এ সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বিশেষ করে আগের ধাপগুলোর কাজ যখন এতো দ্রুত এগিয়ে গেছে।

পাঠ্যপুস্তক

এ তো গেল আইনের কথা। সামাজিকভাবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার নানা প্রক্রিয়া চলছে। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ ও বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে।

৫১ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

"আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...

এ গল্পে শরীফা নিজেই স্বীকার করছে, সে ছোটবেলায় ছেলে ছিল। কিন্তু যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সেই শরীফ আহমেদই নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে।

শরীফা

শরীফা বললেন, যখন আমি তোমাদের স্কুলে পড়তাম তখন আমার নাম ছিল শরীফ আহমেদ। আনুচিং অবাক হয়ে বলল, আপনি ছেলে থেকে মেয়ে হলেন কী করে? শরীফা বললেন, আমি তখনও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। নামটা কেবল বদলেছি। ওরা শরীফার কথা যেন ঠিকঠাক বুঝতে পারল না।

আনাই তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায়? শরীফা বললেন, আমার বাড়ি এখান থেকে বেশ কাছে। কিন্তু আমি এখন দূরে থাকি। আনাই মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, আমার পরিবার যেমন অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছে, আপনার পরিবারও তেমন এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। শরীফা বললেন, তা নয়। আমার পরিবার এখানেই আছে। আমি তাদের ছেড়ে দূরে গিয়ে অচেনা মানুষদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছি। এখন সেটাই আমার পরিবার। শরীফা নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন।

শরীফার গল্প

ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। মায়ের সঙ্গে ঘরের কাজ করতে আমার বেশি ভালো লাগত। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজতাম। ধরা পড়লে বকাঝকা, এমনকি মারও জুটত কপালে। মেয়েদের সঙ্গে খেলতেই আমার বেশি ইচ্ছে করত। কিন্তু মেয়েরা আমাকে খেলায় নিতে চাইত না। ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলেও তারা আমার কথাবার্তা, চালচলন নিয়ে হাসাহাসি করত। স্কুলের সবাই, পাড়া-পড়শি এমনকি বাড়ির লোকজনও আমাকে ভীষণ অবহেলা করত। আমি কেন এ রকম একথা ভেবে আমার নিজেরও খুব কষ্ট হতো, নিজেকে ভীষণ একা লাগত।

৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

> "...আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্র্যান্সজেন্ডার।"

একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় নতুন প্রশ্ন অনুচ্ছেদে পাঁচজন শিক্ষার্থীর কথোপকথনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই কথোপকথনে এক শিক্ষার্থী বলছে তার মা তাকে শিখিয়েছে,

> '...ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।'

আপাতভাবে নির্দোষ শোনালেও ঠিক আগের পৃষ্ঠায় ট্র্যান্সজেন্ডার সংক্রান্ত আলোচনার আলোকে দেখা হলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, নারীপুরুষের আলাদা লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণাকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মন থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সপ্তম শ্রেণীর বইটির এই অধ্যায়ে।

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

> 'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

> '...এখন বুঝতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।'

> '...একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।'

অর্থাৎ, একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবী করে তাহলে সে নারী। আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবী করে তাহলে সে পুরুষ। যতোক্ষণ না অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ততোক্ষণ যা খুশি তা-ই করা যায়। যারা এটা মেনে নেবে না তারা সেকেলে, পশ্চাৎপদ।

কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানী করা। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের যে বিষয়গুলো পশ্চিমা স্কুলগুলোতে শেখানো হচ্ছে, সেগুলো এখন শেখানো হচ্ছে আমাদের সন্তানদেরও। আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের।

শিশুকিশোররা সহজে প্রভাবিত হয়, নতুন জিনিসের প্রতি তাদের থাকে সহজাত আগ্রহ। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি কিশোরদের সামনে বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকালে এমনিতেই নানা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। তার উপর লিঙ্গ নিয়ে এমন বিভ্রান্ত ধারণায় মগজধোলাই কিশোর কিশোরীদের জীবন বিষিয়ে দেবে। জন্ম নেবে নানা ধরনের অসুখ ও অসঙ্গতি।

মিডিয়া

বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে পুরোদমে কাজ করছে মিডিয়া। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে ইতিবাচকভাবে নানা ধরনের প্রতিবেদন নিয়মিত আসছে নিউজ মিডিয়াতে। গুগল এবং ইউটিউবে ট্র্যান্সজেন্ডার লিখে সার্চ দিয়ে যে কেউ এ কথা যাচাই করে দেখতে পারেন। নিউজ মিডিয়ার পাশাপাশি বিনোদন জগতের মাধ্যমেও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে।[১০] বলা বাহুল্য,

---

[১০] সুন্দরী প্রতিযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার নারী রাদিয়া | DBC NEWS
https://www.youtube.com/watch?v=WyB64zUFi7Y

এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে আলোড়ন তৈরি করা।

এনজিও ও অ্যাক্টিভিস্ট

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন এনজিও ও অ্যাক্টিভিস্টরা। কিছুক্ষণ আগে আমরা যেই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কথা বললাম, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিওর অর্থায়নে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে দেশীয় এনজিওগুলো। একটা ছোট্ট উদাহরণ থেকে পুরো নেটওয়ার্কটা কীভাবে কাজ করে তা দেখে নেওয়া যাক।

সমকামিতা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আন্দোলনের পেছনে সবচেয়ে বড় দাতাদের তালিকা করলে প্রথম তিনের মধ্যে নির্ঘাত একটা নাম পাবেন, আরকাস ফাউন্ডেশন (Arcus Foundation)। এই ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে অ্যামেরিকান বিলিয়নেয়ার জন স্ট্রাইকার। স্ট্রাইকার নিজে একজন সমকামী।

২০০৭ থেকে ২০১০ এর মধ্যে বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়া আরকাস ফাউন্ডেশনের অনুদানের পরিমাণ ৫৮.৪ মিলিয়ন ডলার। পরের ১২ বছরে সংখ্যাটা বেড়েছে আরো বহুগুণ।[১১] স্ট্রাইকারের সাথে অনেক দিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে আরেক সমকামী ধনকুবের টিম গিল। গিল, স্ট্রাইকার এবং তাদের ক্ষমতাবান বন্ধুরা মিলে এলজিটিবিকিউ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থাকে সব মিলিয়ে মোট ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান দিয়েছে।[১২] এই বিপুল পরিমাণ অনুদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত এক নেটওয়ার্ক।

আরকাস ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত বা তাদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া সংস্থার মধ্যে প্রথমেই আসবে ইলগা (ILGA)-এর নাম।[১৩] ১৬০টিরও বেশি দেশ মিলিয়ে মোট ১৭০০টিরও বেশি সংস্থার সাথে কাজ করা এই এনজিও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টার পদমর্যাদা উপভোগ করে।[১৪]

সুন্দরি প্রতিযোগিতায় লড়বেন আরও এক ট্রান্সজেন্ডার | সময় টিভি
https://www.youtube.com/watch?v=Hhg_XzxRrxk

[১১] https://www.arcusfoundation.org/grantees-center-lgbtq-people-pushed-to-the-margins-to-lead-policy-and-culture-change/

[১২] https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/meet-the-megadonor-behind-the-lgbtq-rights-movement-193996/

[১৩] https://www.arcusfoundation.org/advancing-lgbtq-equality-and-social-justice-globally/

[১৪] https://en.wikipedia.org/wiki/International_Lesbian,_Gay,_Bisexual,_Trans_and_In-

আবার বাংলাদেশে যারা সমকামিতা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসার কাজ করছে তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করছে এই আন্তর্জাতিক এনজিও। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আছে বাংলাদেশীদেরও আনাগোনা।[১৫]

ইলগার সাইটে বাংলাদেশ নিয়ে পেইজ – https://database.ilga.org/bangladesh-lgbti

বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের হালচাল নিয়ে ইলগা-র ২০২১ সালের প্রতিবেদন

---

tersex_Association

[১৫] যুক্তরাষ্ট্রের ইলগা ওয়ার্ল্ডের বোর্ড সদস্য হলেন বাংলাদেশি তাসনুভা আনান, দৈনিক যুগান্তর, ১৪ জুন ২০২২
https://www.jugantor.com/exile/৫৬২৩৪২/যুক্তরাষ্ট্রের-ইলগা-ওয়ার্ল্ডের-বোর্ড-সদস্য-হলেন-বাংলাদেশি-তাসনুভা-আনান
https://www.facebook.com/inclusivebangla/videos/1719156641815658/

অর্থাৎ নানান হাত ঘুরে স্ট্রাইকারদের দেওয়া অনুদানের ডলার আমাদের এ মাটিতেও সমকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদসহ নানা বিকৃতির প্রচার ও প্রসারে দেদারসে খরচ হচ্ছে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা দেশীয় এনজিওগুলোর সাইটে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সাথে সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলা আছে, যে কেউ যাচাই করে নিতে পারেন।

ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টরা পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রীর অফিসেও। ১০ই অগাস্ট, ২০২৩-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে,

> প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্র্যান্সজেন্ডার হো চি মিনের সাক্ষাৎ
>
> ট্র্যান্সজেন্ডার মানুষদের জন্য আজকের দিনটি মাইলফলক বলে মন্তব্য করেছেন ট্র্যান্সজেন্ডার হো চি মিন ইসলাম। বৃহস্পতিবার (১০ আগস্ট) গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হো চি মিন ইসলাম এক ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এ কথা বলেন।
>
> সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্র্যান্সজেন্ডার হো চি মিনের সাক্ষাৎ, সময় নিউজ, অগাস্ট ১০, ২০২৩
> https://www.somoynews.tv/news/2023-10-18/tHJZAs2H

খুব শীঘ্রই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সংসদেও পৌঁছে যাবে, আর তারপর রাষ্ট্রযন্ত্রের সুবাদে ঢুকে পড়বে ঘরে ঘরে, এমন আশঙ্কা এখন আর অমূলক মনে হবার কথা না।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মেনে নিলে সমস্যা কী?

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মেনে নিলে সমস্যা কী? আপনার এতে করে কী ক্ষতি হচ্ছে?

ক্ষতি আমার না, আমাদের। পুরো সমাজের।

মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার লঙ্ঘন

প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ট্র্যান্সজেন্ডার মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে চরম সীমালঙ্ঘন। এটি আল্লাহর সৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন আনা, সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতাসহ নানা বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্রোহ। মুসলিম হিসেবে এ ধরনের চরম সীমালঙ্ঘন আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না।

সামাজিক ও আইনী সমস্যা

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ স্বাভাবিকীকরণের কিছু আইনী ও সামাজিক সমস্যা সহজেই চোখে পড়ে। নিজেকে পুরুষ দাবি করা নারী উত্তরাধিকার ভাগ পাবে কীভাবে? অ্যাক্টিভিস্টদের দাবি হলো, যে নিজেকে পুরুষ দাবি করবে তাকে বাবার সম্পত্তি থেকে পুরুষের সমান ভাগই দিতে হবে। খসড়া আইনেও এমনটাই থাকার কথা। এমনটাই হয়েছে পশ্চিমা দেশগুলোতে। এধরণের ফলাফল সমাজে কেমন বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে?

নিজেকে নারী দাবি করা পুরুষ কি নারীদের বাথরুম, নারীদের কমনরুম ব্যবহার করবে? আপনি কি চাইবেন আপনার বোন, স্ত্রী বা সন্তান কোন ট্র্যান্সনারীর সাথে একই বাথরুম ব্যবহার করুক? কী হবে কোন পুরুষ যখন শাড়ি বা সালওয়ার কামিজ পরে মেয়েদের সালাতের জায়গায় এসে উপস্থিত হবে? নিজেকে পুরুষ দাবি করা নারী কি সালাত আদায় করবে পুরুষদের সাথে একউই কাতারে?

ধানমন্ডি বয়েজে ক্লাস নাইনের শারীরিকভাবে সুস্থ কোনো ছাত্র যদি হঠাৎ নিজেকে মেয়ে দাবি করা শুরু করে এবং রাষ্ট্র যদি তাকে ভিকারুননিসা স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ করে দেয়, তাহলে সেটা কি মেনে নেওয়া উচিত হবে? কিশোরদের ছোট্ট বালিকা আর কিশোরীদের বাথরুমে কিংবা কমনরুমে ঢুকতে দেওয়ার ফলাফল কি খুব একটা ভালো হবে?

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার অর্থ সামাজিকভাবে যে জায়গাগুলো নারীদের জন্য নির্ধারিত সেখানে পুরুষের অনুপ্রবেশের পথ করে দেওয়া। একটু চিন্তা করলে এ সমস্যাগুলো যে কেউ ধরতে পারবেন। কিন্তু এর চেয়েও বড় সমস্যা আছে।

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অবধারিত ফলাফল হলো সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ এবং বৈধতা দেওয়া। মনে করুন, জামাল নামের এক পুরুষ নিজেকে নারী বলে দাবি করা শুরু করলো। আইন তাকে নারী বলে মেনে নিলো। এখন বিয়ে কিংবা যৌনচাহিদা মেটাতে গিয়ে সে কী করবে?

সে যদি কোনো পুরুষকে বেছে নেয়, তাহলে সেটা হবে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা। কারণ জামাল যদিও নিজেকে নারী দাবি করছে, কিন্তু আসলে সে একজন পুরুষ সে যাকে বেছে নিয়েছে সেও পুরুষ। কাজেই এটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা। যদিও 'দূর থেকে' তাদের স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা মনে হয়।

অন্যদিকে জামাল যদি কোনো নারীকে বেছে নেয়, তাহলে কার্যত সেটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা হবে না। কিন্তু আপাতভাবে, সমাজের চোখে, যারা বিস্তারিত জানবে না তাদের কাছে একে মনে হবে সমকামিতা। কারণ জামাল নিজেকে নারী হিসেবে উপস্থাপন করে একজন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক করছে।

অর্থাৎ যা-ই বেছে নেওয়া হোক না কেন, দিন শেষে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ ঘটবে।

অসুস্থতা ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আবদার জানায়। একজন পুরুষকে নারী হিসেবে মেনে নিতে বলা কিংবা একজন নারীকে পুরুষ হিসেবে মেনে নিতে বলার অর্থ হলো বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে বলা। বিভ্রান্তি ও বিকৃতির স্বীকৃতি দেওয়া।

অ্যানোরেক্সিয়া (Anorexia) নামের রোগ হলে মানুষের খাওয়ার ইচ্ছা

অস্বাভাবিক রকম কমে যায়। সবসময় ওজন বেড়ে যাবার আতঙ্ক কাজ করে। অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে। এ ধরনের রোগীরা বিপজ্জনক রকমের আন্ডারওয়েট হলেও নিজেদের মোটা ভাবে।

তাদের এই ভাবনাকে কি মেনে নেওয়া উচিত? নাকি তাদের চিকিৎসা এবং কাউন্সেলিং দরকার?

বডি আইডেন্টিটি ইন্টেগ্রিটি ডিসঅর্ডার নামে একটা মানসিক রোগ আছে। এই অসুখ হলে রোগী মনে করতে শুরু করে যে তার শরীরের কোনো একটা অংশ আসলে তার না। হয়তো নিজের ডান পা-কে তার কাছে অপরিচিত লাগতে শুরু করে। তখন সে ঐ পা কেটে বাদ দিতে চায়।

শারীরিকভাবে তাদের কোনো সমস্যা নেই। শরীরের যে অংশটা তারা বাদ দিতে চাচ্ছে, সেখানেও কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাটা তাদের মনে। কোনো কারণে অপারেশনে করে হাত বা পা কেটে ফেলতে হয়েছে, এমন মানুষের প্রতি এ ধরনের রোগীদের মধ্যে তীব্র ঈর্ষা কাজ করে।

এমন রোগীদের চিকিৎসা কী হওয়া উচিত? তাদের কি অপারেশন করে নিজেদের হাত-পা কেটে ফেলতে দেওয়া উচিত?

না, এক্ষেত্রে সবাই বলবে, শরীর সুস্থ, রোগটা মনে। অসুস্থ মনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য শরীরের ক্ষতি না করে, মনের চিকিৎসা করা জরুরি।[১৬]

কিন্তু ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। মনের সমস্যার চিকিৎসা নিয়ে কারো মাথাব্যাথা নেই, শুধু শরীর বদলাতে বলা হচ্ছে।

মনের অসুখের চিকিৎসার বদলে শরীরকে বদলানো হচ্ছে। কেউ এসে বলছে সে ট্র্যান্সজেন্ডার, ব্যস সেটা মেনে নিয়ে বলা হচ্ছে শরীর বদলে ফেলতে। মনের রোগ ভালো করা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ।

শুধু তাই না, কিছু মানুষের মানসিক বিকারের কারণে পুরো সমাজকে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে আইন পাল্টাতে। এটা কীভাবে যৌক্তিক হতে পারে?

স্রেফ 'মনে হওয়া', নিছক আবেগ আর অনুভূতি দিয়ে বাস্তবতাকে ভুলে থাকা যায় না। একজন পুরুষকে নারী হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ নারীত্বের ধারণাকে ধ্বংস করা। একজন নারীকে পুরুষ হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ পুরুষত্ব অর্থহীন

---

[১৬] S. Müller, "Body Integrity Identity Disorder (BIID)—Is the Amputation of Healthy Limbs Ethically Justified?," American Journal of Bioethics 9:1 (January 2009), 36–43.

সাব্যস্ত করা।

আপনি যখন অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলবেন, অসুস্থতাকে সুস্থতা বলবেন তখন সেটা প্রভাবিত করবে পুরো সমাজকে। চিন্তা করুন, আপনি যখন পাঠ্যবইয়ে আর ক্লাসরুমে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ শেখাবেন, তখন কিশোর-কিশোরীদের উপর এর প্রভাব কেমন হবে? আপনি যখন এই আচরণকে স্বাভাবিক বলবেন, তখন সেটার ফলাফল কী হবে? মানসিক অসুস্থতা আর আচরণগত বিকৃতিকে যখন মিডিয়ার মাধ্যমে রংচং চড়িয়ে মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তখন কী হবে? বিকৃতির স্বীকৃতির অর্থ সেটার স্বাভাবিকীকরণ এবং প্রসার।

পরিবার ও সমাজের অনিবার্য পতন

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে গ্রহণ করার ফলাফল হলো বিভিন্ন যৌন বিকৃতিকে স্বাভাবিক ও বৈধ বলে মেনে নেওয়া। নারী এবং পুরুষের মাঝের বিভেদ, সীমারেখা মুছে দেওয়া। যে নিজেকে যা দাবি করবে তা গ্রহণ করে নেওয়া। কারো শরীরের দিকে আর তাকানো হবে না। শুধু দাবির দিকে তাকানো হবে। দেহ যদি অর্থহীন হয় তাহলে অর্থহীন হয়ে যাবে নারী, পুরুষ, বিয়ে, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা এবং পরিবারের মতো ধারণাগুলোও। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মূলত ভাষাগত, চিন্তাগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আইনীভাবে এই বিভাজনগুলো মুছে দেয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা আন্দোলন। এ মতবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সৃষ্টি ও সমাজের সব কাঠামো ভেঙে ফেলা।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

ইসলাম আমাদের শেখায় এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে; যা কিছু দৃশ্যমান এবং যা কিছু অদৃশ্য, সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি মালিকুল মুলক। আসমান ও যমীনসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি। বনী আদম বা মানুষ—মহান আল্লাহর দাস এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি।

আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন। আমাদের শরীর, সুস্থতা, আয়ু, জীবন—সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। তিনিই জন্ম, মৃত্যু এবং রিযিকের মালিক। কিন্তু এই শরীরের উপর আমাদের মালিকানা সার্বভৌম না। চাইলেই আমি এই শরীরকে ইচ্ছেমতো বদলাতে পারি না। ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু খেতে পারি না। চাইলেই যেকোনো ভাবে, যে কারো সাথে, যে কোনো সময় ভাগাভাগি করতে পারি না শরীরের উষ্ণতা। মহান আল্লাহর বেঁধে দেওয়া হালাল ও হারামের সীমানা মানুষকে মেনে চলতে হয়। মানুষ দুনিয়াতে অবাধ্য হলে আখিরাতে তার জন্য থাকবে শাস্তি।

আমাদের জান, মাল, সময়, সম্পদ, শরীর—সব ক্ষেত্রে সব অধিকারের উৎস হলেন মহান আল্লাহ। মানুষ নিজে তার অধিকার আবিষ্কার করে না। রাষ্ট্র বা অন্য কোনো পার্থিব শক্তি অধিকার তৈরি করে না। জাতিসংঘের কোনো দলিল, কোনো সংবিধান কিংবা সমসাময়িক মানুষের ধ্যানধারণা থেকে অধিকার আসে না। সৃষ্টির অধিকার আসে সৃষ্টির মালিকের কাছ থেকে। মানুষ সার্বভৌম না। মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টি নিজের নিয়ম বানাতে পারে না। আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তার বাইরে আর কোনো কিছু করার অনুমোদন মানুষের নেই। আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তার অনুমোদন দেওয়ার অধিকারও মানুষের নেই।

মুসলিম হিসেবে আমাদের মাপকাঠি হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআনের আরেকটি নাম হলো আল-ফুরকান, যার অর্থ হলো সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী।

আমরা জানি সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দ, হারাম-হালাল নির্ধারিত হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে।

> আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়লো। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৬]

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করা। আসুন দেখা যাক, এ ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী সমাধান দেয়।

মানুষ নারী এবং পুরুষ

ইসলাম আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে। এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গ, ট্র্যান্সজেন্ডার বা অন্য যা কিছু আছে সেগুলো মানুষের তৈরি করা শ্রেণীবিভাগ।

আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন- পুরুষ ও নারী। [তরজমা, সূরা আন-নাজম, আয়াত ৪৫]

> আর শপথ তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী। [তরজমা, সূরা আল-লাইল, আয়াত ৩]
>
> বস্তুতঃ পুত্র কন্যার মতো নয়। [তরজমা, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৬]
>
> আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে। [তরজমা, সূরা আর-রূম, আয়াত ২১]
>
> হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১]

ব্যক্তির কী "মনে হয়", সেটা নয় বরং ইসলাম দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। মহান আল্লাহ দেহ আর

আত্মপরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। শরীয়াহতে জন্মগত লিঙ্গ আর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বলে আলাদা কিছু নেই। আল্লাহ যাকে পুরুষের দেহ দিয়েছেন সে পুরুষ। যাকে তিনি নারী দেহ দিয়েছেন সে নারী। এবং মহান আল্লাহ ভুল করেন না। যদি কারো মনে হয় সে ভুল দেহে আটকা পড়েছে তাহলে সমস্যা তার মনে। চিকিৎসার মাধ্যমে মনের রোগের সমাধান করতে হবে। শরীরকে বদলানো যাবে না।

তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই। যদি কোনো মানুষের দেহে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে, অর্থাৎ কেউ যদি আধুনিক চিকিৎসার পরিভাষায় আন্তঃলিঙ্গ বা Intersex হয়, সেক্ষেত্রেও তাকে হয় নারী বা পুরুষ গণ্য করা হবে। তৃতীয় কিছু না।

যাদের শারীরিক ত্রুটি আছে, তাদের শরীরেও পুরুষ বা নারী কোনো একটি দিকের প্রাধান্য থাকে এবং সেটা অনুযায়ী তাদের বিচার করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দৈহিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের কাছাকাছি এমন 'হিজড়াদের' পুরুষ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য নারীদের কাছাকাছি এমন 'হিজড়াদের' নারী হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৭]

কিন্তু এমন ব্যক্তি নারী নাকি পুরুষ, তা বোঝা যাবে কীভাবে? এ নিয়ে ইসলামী ইতিহাসের আলিমগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে-

কারো মধ্যে যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থাকে (অত্যন্ত দুর্লভ) সেক্ষেত্রে কোন দিক দিয়ে সে প্রস্রাব করছে তার ভিত্তিতে তাকে নারী অথবা পুরুষ গণ্য করা হবে। উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের কোনো ব্যক্তির প্রস্রাব যদি পুরুষাঙ্গ নিয়ে নির্গত হয় তাহলে সে পুরুষ এবং সে সমাজ ও আইনের চোখে পুরুষ হিসেবেই গণ্য হবে। এবং সে স্বাভাবিকভাবে পুরুষের মতোই জীবনযাপন করবে।

এভাবে বোঝা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বয়ঃসন্ধির সাথে জড়িত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকানো হবে। যদি একেবারে কোনোভাবেই বোঝা না যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন মানুষের শরীরের প্রজননব্যবস্থা কী শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি নাকি ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তা খুব সহজে জানা সম্ভব। কাজেই ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিশেষ

[১৭] সুনানে বাইহাকী কুবরা, হাদীস নং ১২৯৪

কোনো জটিলতা নেই।

কোনো ব্যক্তির প্রজননব্যবস্থা পুরুষের, অর্থাৎ তার দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, কিন্তু যৌন বিকাশের ত্রুটির কারণে বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন স্তনের মতো অঙ্গ) আছে- এমন ক্ষেত্রে সেই ত্রুটি দূর করার জন্য শর্তসাপেক্ষে অস্ত্রোপচারের বৈধতা আধুনিক আলিমগণ দিয়েছেন। একই কথা নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক কন্যাশিশুর জন্মের সময় যোনিপথ বন্ধ থাকে, যা অপারেশনের মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব, এ ধরনের চিকিৎসা গ্রহণকে ইসলাম নিষিদ্ধ বলে না।

উল্লেখ্য, এ ধরনের অস্ত্রোপচার সীমিত পরিসরে জায়েয এবং এর উদ্দেশ্য হলো, একজন মানুষের শরীরকে তার দেহের প্রজননন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। বিকলাঙ্গতা দূর করা। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষের 'লিঙ্গ পরিবর্তন' জাতীয় কোনো অস্ত্রোপচার ইসলামী শরীয়াহতে বৈধ না।[১৮]

বিপরীত লিঙ্গের মতো আচরণ

এ তো গেল আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্সের কথা। কিন্তু যাদের শারীরিক কোনো ত্রুটি নেই কিন্তু তাদের আচার-আচরণ বিপরীত লিঙ্গের মতো, তাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী?

ইচ্ছাকৃতভাবে বিপরীত লিঙ্গের বেশ ধারণ করা এবং অনুকরণ করা নিষিদ্ধ। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন:

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন।" [সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন,

> আল্লাহ সেসব মানুষদের উপর অভিসম্পাত করেছেন যারা তাঁর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনে। (বুখারী, হাদীস নং ৪৮৮৬)

কাজেই সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর নিয়ে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে, অনুকরণ করে এবং 'লিঙ্গ পরিবর্তন'

---

[১৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Vaid, Mobeen. "'And the Male Is Not like the Female': Sunni Islam and Gender Nonconformity." Muslim Matters (2017).

সার্জারি করে- তাহলে এর সবগুলোই হারাম।

তবে এমন কিছু মানুষ থাকতে পারে জন্মগতভাবে যাদের স্বভাবে (দেহে না) বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন ছোটবেলা থেকেই কোনো পুরুষের স্বভাব ও চালচলনে মেয়েলী কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব হলো সাধ্যমত এগুলো বদলানোর চেষ্টা করা। যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও যদি পরিবর্তন না আসে এবং সে যদি হারাম কোনো কাজ না করে থাকে, তাহলে সে গুনাহগার হবে না। অন্যদিকে সে যদি নিজেকে বদলানোর চেষ্টা না করে উল্টো নারীদের পোশাক পরতে শুরু করে, নিজেকে নারী বলে পরিচয় দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কাজেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।[১৯]

শয়তানের অনুসরণ

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। বিতাড়িত হবার সময় ইবলিস মহান আল্লাহকে বলেছিল,

> '...অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করবো। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, মিথ্যা আশ্বাস দেবো এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেবো, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করবো, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৮-১১৯]

এ আয়াতের স্পষ্ট প্রতিফলন আজ আমরা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মধ্যে দেখতে পাই। ট্র্যান্সজেন্ডার আক্ষরিক অর্থেই একটি শয়তানী অ্যাজেন্ডা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> 'আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৯]

---

[১৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন, Vaid, Mobeen, and Waheed Jensen. ""And the Male Is Not like the Female": Sunni Islam and Gender Nonconformity (Part II)." (2020).

সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ

ট্র্যান্সজেন্ডারের অবশম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি, যা ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। সমকামিতা জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। কুরআনের ৭০টির বেশি আয়াতে লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পাঠানো শাস্তির আলোচনা আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন,

> 'আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয়।' [ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৬৮০৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬৫]

ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন –

> 'অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যে কোনো জন্তুর সাথে সঙ্গম করে। অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যে কওমে লূতের অনুরূপ (অর্থাৎ সমকামিতা) করে।' [মুসনাদ ইমাম আহমাদ, সহীহ আল-জামি' আল-আলবানী]

ইসলামের দিক থেকে সমকামিতা শুধু হারামই না, বরং গুনাহর মধ্যেও অত্যন্ত গুরুতর একটি গুনাহ। চরম পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন। যারা এই কাজে লিপ্ত তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কাজেই একজন মুসলিমের পক্ষে কোনোভাবেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে মেনে নেওয়া সম্ভব না। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ মুসলিমদের দায়িত্ব। এ দায়িত্বের জায়গা থেকে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অবস্থান নিতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে বাঁচাতে হলে অবস্থান নিতে হবে বিকার ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের ফলাফল হবে সমাজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কাঠামোকে পুরোপুরিভাবে উপড়ে ফেলা।

যাদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা আছে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো আমরা মানুষকে তার কাজ দিয়ে বিচার করি। কারো মধ্যে যিনা করার কিংবা মাদক ব্যবহারের ইচ্ছা থাকতে পারে। এই ইচ্ছার কারণে কাউকে আমরা দোষী বলি না। যদি সে এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে, তখন তাকে দোষী বলা হয়। তখন তাকে দেওয়া হয় শাস্তি।

শৈশবে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরা, সাজগোজ করা, যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া, সমকামী অশ্লীল ভিডিও দেখা ইত্যাদি কারণে কোনো কোনো ব্যক্তির সমলিঙ্গের প্রতি ক্ষণিক আকর্ষণ জন্মাতে পারে অথবা আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে তৈরি হতে পারে বিভ্রান্তি। কারো মধ্যে অসুস্থতা থাকলে, স্রেফ অতোটুকু কারণে আমরা তাকে দোষী বলি না। কারো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমরা তাদের দূরে ঠেলে দেবো না। কারও প্রতি না-ইনসাফী করবো না। আমরা সহানুভূতিশীল হবো, ইসলাম আমাদের সবার সাথে ইনসাফ করতে শেখায়। আমরা ইনসাফ করবো। উপমহাদেশীয় সংস্কার-কুসংস্কার কিংবা সমাজের সব চিন্তাচেতনা আমরা অন্ধভাবে গ্রহণ করবো না। আমরা নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষের সাথে আচরণ করার চেষ্টা করবো। এমন মানুষদের উপর আক্রমণ না করে, কটু কথা না বলে, একঘরে করে না রেখে, চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য দরকার ইসলামী শরীয়াহর আলোকে যথাযথ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

কিন্তু ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি আর অসুস্থতার স্বীকৃতি এক না। স্বাধীনতা কিংবা সহিষ্ণুতার নামে আমরা অসুস্থতাকে মেনে নিতে পারি না। মানসিক অসুস্থতা আর অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না। এটা অসম্ভব। অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিকতা বলা হলে, অসুস্থতাকে সুস্থতা বলা হলে তা পুরো সমাজকে অসুস্থ করে তুলবে। আর ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ ঠিক তাই করছে। অস্বাভাবিকতার স্বীকৃতির অর্থ সেটার প্রসার। এতে করে যারা অসুস্থ তাদের উপকার হবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি হবে। অপরিমেয় ক্ষতি হবে সমাজেরও।

মুসলিমদের দায়িত্ব আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার – সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা এবং সত্যকে স্পষ্ট করা। অনেক পথশিশু মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কারণে অল্প বয়সে মাদক ব্যবহার করা শুরু করে, অনেকে ব্লেড দিয়ে নিজের শরীরে কাটাকাটি করে। আমরা অবশ্যই এ শিশুদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করি। তাদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।

কিন্তু তাই বলে আমরা তাদের মাদক ব্যবহার কিংবা শরীরে কাটাকাটি করার অভ্যাসকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে পারি না। বৈধতা দিতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে, 'এগুলো যার যার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। যতোক্ষণ অন্য কারো ক্ষতি না হচ্ছে, এ ধরনের আচরণে কোনো সমস্যা নেই।'

ঐ শিশুদের সাহায্য দরকার এটা যেমন সত্য, তেমনি ঐ আচরণ যে অস্বাভাবিক, তাও সত্য। আমাদের দায়িত্ব ঐ শিশুদের এই অস্বাভাবিক আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করা, এই অসুস্থতাকে প্রশ্রয় দেওয়া না। নিজের শরীর বা আত্মপরিচয় নিয়ে সমস্যায় ভোগা মানুষদের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থান একই হওয়া উচিত।

***

বেশ ক'বছর ধরে দেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের কাজ চলছে। এসব কর্মতৎপরতার কিছু কিছু ফলাফল সম্প্রতি আমাদের সামনে আসলেও, এর সত্যিকারের মাত্রা এবং পরিধি এখনো অধিকাংশেরই অজানা। ব্যাপারটাকে স্রেফ কিছু মানসিক রোগী কিংবা বিকৃত রুচির মানুষের উদ্ভট কর্মকাণ্ড মনে করবেন না। এর পেছনে আছে বিশাল এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী এক নেটওয়ার্ক। আমরা যখন প্রতিক্রিয়া কী হবে তা নিয়ে ভাবছি, ওরা তখন সামনের দশটা ধাপ ভেবে রেখেছে। বছরখানেকের মধ্যে হয়তো আমাদের এ বাংলাতেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বৈধতা দেওয়া হবে। বিষাক্ত এ মতবাদ গ্রাস করে নেবে আমাদের সমাজকে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের হুমকি নিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের

পরিশিষ্ট

ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কিছু আরবী ফতোয়ার লিংক সংযুক্ত করা হল:

♦ **ইসলামওয়েব:**

حكم الزواج من امرأة متحولة جنسيا

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/251383/-حكم-الزواج-من-امرأة-متحولة-جنسيا

♦ **ইসলামকিউ/ শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ:**

متى يجوز إجراء عملية تحويل الجنس من ذكر لأنثى والعكس؟

https://islamqa.info/ar/answers/138451/-متى-يجوز-اجراء-عملية-تحويل-الجنس-من-ذكر-لانثى-والعكس

قام بعملية تغيير الجنس من رجل إلى امرأة فهل له الخلوة بالنساء

https://shamela.ws/book/26332/497

♦ **ফিলিস্তিনের ফতোয়া কাউন্সিল:**

إذا حول الرجل جنسه إلى أنثى ثم تاب بعد ذلك فهل هو ملزم

بالاحكام الخاصة بالنساء كالحجاب مثلا وكذلك الميراث وهل يحل له الزواج برجل .. بمعنى هل يجب عليه ما يجب على النساء ويحل له ما يحل للنساء ؟

https://fatwa.najah.edu/ar/question/ref-154977/

♦ জর্ডানের রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বোর্ডের অবস্থান:

علاج اضطراب الهوية الجنسية

https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=545

♦ অ্যামেরিকান ফকীহদের ফতোয়া, বিস্তারিত এবং তথ্যবহুল:

مرض اضطراب الهوية الجنسية، وعمليات تحويل الجنس

https://www.amjaonline.org/fatwa/ar/22813/-مرض-اضطراب-الهوية-الجنسية-وعمليات-تحويل-الجنس

♦ আল-আযহারের ফতোয়ার ব্যাপারে আলোচনা:

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟

https://www.youm7.com/story/2019/3/15/-كيف-يتعامل-الأزهر-مع-حالات-تغيير-الجنس-رئيس-لجنة-الفتوى/4172725

التحول الجنسي كبيرة من الكبائر واستحلاله كفر

https://www.youm7.com/story/2020/7/23/-فتوى-جديدة-لياسر-برهامى-التحول-الجنسي-كبيرة-من-الكبائر-واستحلاله/4894969

♦ **ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ, জেন্ডার আইডেন্টিটি নিয়ে ড. ইয়াদ আল কুনাইবির বিস্তারিত ও তথ্যবহুল লেকচার সিরিয (আরবী):**

الحرب على الفطرة

https://www.youtube.com/watch?v=S8AUfOji-OI&list=PL56IcDjrf3YKsQo2NDeQBKLYrKXCCgFcL

♦ **ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে আরব পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন**

মাজাল্লাহ:

ما هي المرأة؟"... فيلم وثائقي يهز العالم"

https://www.majalla.com/node/293006/ثقافة-ومجتمع/ما-هي-المرأة؟-فيلم-وثائقي-يهز-العالم

আল-জাযিরা:

التحول الجنسي.. ضرورة بيولوجية أم مسخ للإنسان؟

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2018/9/27/التحول-الجنسي-ضرورة-بيولوجية-أم-مسخ